করোনা টিকা নিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ

করোনাভাইরাসের টিকা নিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। বুধবার বিকালে তিনি টিকার প্রথম ডোজ নেন।

এর আগে গত ৪ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনাভাইরাসের টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছেন। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট মেয়ে ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানা করোনাভাইরাসের টিকা নেন।

গত ২৮ জানুয়ারি রাজধানীর পাঁচটি হাসপাতালে প্রথমবারের মতো করোনার টিকা দেওয়া শুরু হয়। পরে গত ৭ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী গণটিকাদান কার্যক্রম শুরু হয়।

ইতোমধ্যেই অনেক বিশেষ ব্যক্তি ও মন্ত্রীরাও কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিয়েছেন।

দেশব্যাপী এক হাজার পাঁচটি কেন্দ্রে করোনার টিকা দেওয়া হচ্ছে।

করোনা টেস্টের সময় হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন শচীন

লিটল মাস্টার শচীন টেন্ডুলকারের ব্যক্তিত্ব বরাবরই ইর্ষণীয়। তাকে নিয়ে যারা হিংসা করেন, তারাও তার আচরণ হিসেবে আজ অবধি প্রশ্ন তুলতে পারেননি। নিরহংকারী এই কিংবদন্তিকে খুব একটা মেজাজ হারাতে দেখা যায়নি। না ক্রিকেটে না ব্যক্তিগত জীবনে। যে কোনো জায়গায় হাসিঠাট্টায় মেতে ওঠেন তিনি।

কিন্তু করোনা টেস্ট করতে গিয়ে কী হলো শচীনের। হঠাৎ সিরিঞ্জ দেখে চিৎকার দিয়ে উঠলেন তিনি, যা দেখে রীতিমতো ভেবাচেকা খেয়ে যান স্বাস্থ্যকর্মীরাও। কিছুক্ষণ পর বোঝা গেল আসলে মজা করেই

চিৎকার দিয়েছেন ভারতীয় কিংবদন্তি।

ভারতের রায়পুরে সেফটি ওয়ার্ল্ড সিরিজে ইংল্যান্ড লিজেন্ডসের বিপক্ষে পরে ম্যাচে খেলবে ভারত। মূল লড়াইয়ের আগে বাধ্যতামূলক করোনা টেস্ট করাতে যান শচীন।

সেখানে পিপিই পরা এক স্বাস্থ্যকর্মী শচীনের নমুনা নিতে আসেন। এর পরই নিজের নাক ধরে মুখ বিকৃত করতে থাকেন শচীন। হঠাৎ করে চিৎকার করে বসেন। শচীনকে দেখে ঘাবড়েই যান নমুনা নিতে আসা ওই স্বাস্থ্যকর্মী। ভাবেন, হয়তো বড় কোনো সমস্যা হয়ে গেছে। কিন্তু একটু পর ঘোর কাটে। দেখেন শচীনের মুখে একগাল হাসি। বুঝতে পারেন, মজার ছলেই একটু ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছেন ‘লিটল মাস্টার’।

ওই ঘটনার ভিডিও নিজের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন শচীন। ক্যাপশনে লিখেছেন—‘আমি ২০০ টেস্ট খেলেছি। আর ২৭৭ বার কোভিড টেস্ট করেছি। মুড হালকা করতে একটু মজা করলাম। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এরই মধ্যে ভাইরাল হয়েছে টেন্ডুলকারের এই ভিডিও।

অবশ্য এই ভিডিওর পাশাপাশি টেন্ডুলকারের আরেকটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। নিজের ইনস্টাগ্রামে ওই ভিডিও শেয়ার করেছেন ভারতের সাবেক ওপেনার বীরেন্দর শেবাগ। ওই ভিডিওতে দেখা গেছে— টেন্ডুলকারের কনুইয়ে কয়েকটা সুচ ফোটানো রয়েছে। সেটি দেখিয়ে শচীনের একসময়ের সতীর্থ শেবাগ বলছেন— ‘দেখেন আমাদের ভগবানকে। এখনও খেলা ছাড়ছেন না। সুচ ফুটিয়েও খেলে যাচ্ছেন।’ জবাবে টেন্ডুলকারের আরেক সতীর্থ অলরাউন্ডার যুবরাজ সিং বলেন— ‘তুমি শের। ও হচ্ছে বব্বর শের। এত সহজে ও হারবে না।’ এই ভিডিওতেও মজা করতে দেখা গেছে সবাইকে।

করোনায় মৃত্যু ও শনাক্তের হার বেড়েছে

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ৮ হাজার ৪৭৬ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৮৪৫ জন। এ নিয়ে দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৫ লাখ ৫১ হাজার ১৭৫ জন হয়েছে।

সোমবার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়েছিল ২০২০ সালের ৮ মার্চ। সে হিসেবে দেশে করোনাভাইরাস শনাক্তের ৩৬৬তম দিন আজ।

বাংলাদেশে করোনায় প্রাণ গেল আরও ১১ জনের

মহামারি করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে প্রাণঘাতী ভাইরাসটিতে নতুন শনাক্ত হয়েছেন ৬০৬ জন।

রোববার বিকালে করোনার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য দেওয়া হয়েছে।

করোনায় দেশে প্রাণ গেল আরও ১০ জনের, মোট মৃত্যু ৮৪৫১

মহামারি করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে প্রাণঘাতী ভাইরাসটিতে নতুন শনাক্ত হয়েছেন ৫৪০ জন।

শনিবার বিকালে করোনার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৩ হাজার ৮২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। যাদের মধ্যে নতুন করে ৫৪০ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে। এতে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৫ লাখ ৪৯ হাজার ৭২৪ জন।

এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন ১০ জন নিয়ে এখন পর্যন্ত করোনায় দেশে প্রাণ হারিয়েছেন ৮ হাজার ৪৫১ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় বাসা ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ৮২২ জন করোনা রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত মোট ৫ লাখ ১ হাজার ৯৬৬ জন সুস্থ হয়ে উঠলেন।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়েছিল গতবছর ৮ মার্চ। আর তা সোয়া ৫ লাখ পেরিয়ে যায় গত ১৪ জানুয়ারি। এর মধ্যে গত বছরের ২ জুলাই ৪ হাজার ১৯ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ শনাক্ত।

প্রথম রোগী শনাক্তের ১০ দিন পর গত বছরের ১৮ মার্চ দেশে প্রথম মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এ বছর ২৩ জানুয়ারি তা আট হাজার ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে গত বছরের ৩০ জুন এক দিনেই ৬৪ জনের মৃত্যুর খবর জানানো হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ মৃত্যু।

গাংনীতে করোনার ভ্যাকসিন সংকট

মেহেরপুরের গাংনীতে কোভিড-১৯ (করোনার) ভ্যাকসিন সংকট দেখা দিয়েছে। ফলে ভ্রাকসিন নিতে আসা লোকজন হতাশা নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন। কবে নাগাদ ভ্যাকসিন আসবে তা জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৫৪৮ ভায়াল ভ্যাকসিন বরাদ্দ দেয়া হয়। পরে সিভিল সার্জন অফিস ১০৭ ভায়াল ভ্যাকসিন ফেরত নেয়। ভ্যাকসিনেশন শুরু হয় ৭ ফেব্রুয়ারী থেকে। আজ শনিবার পর্যন্ত ৬

হাজার ৩৬৬ জন রেজিষ্ট্রিশন করেন। আর ভ্যাকসিন গ্রহণ করেন ৪ হাজার ৩৯৫ জন। রেজিস্ট্রেশন করা লোকজন ভ্যাকসিন নিতে আসলেও ভ্যাকসিন নেই বলে ফেরত দেয়া হচ্ছে। কবে নাগাদ ভ্যাকসিন আসবে সেটাও জানাতে পারছেন না দায়িত্বরত ব্যাক্তিরা।

ভ্যাকসিন নিতে আসা টিপু সুলতান ও মাসুম রেজা জানান, তারা নিয়মানুযায়ি রেজিস্ট্রেশন করেছেন এবং ভ্যাকসিন নিতে এসেছেন। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভ্যাকসিন নেই বলেজানিয়ে দেয়া হয়। কবে নাগাদ ভ্যাকসিন দেয়া হবে তার তথ্যও দিতে পারছেন না তারা। এদিকে ভ্যাকসিন সংকট ও কবে নাগাদ ভ্যাকসিন আসবে তা জানতে চাইলে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার (টঐঋচঙ) রিয়াজুল আলম কোন কথা বলতে চাননি।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দীন ঢাকায় অবস্থান করছেন। তিনি মোবাইল ফোনে জানান, সংকট কাটিয়ে উঠতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করছেন। তাড়াতাড়ি সংকট দূর হবে এবং যারা ফিরে যাচ্ছেন তাদেরকে মোবাইল ফোনে জানানো হবে।

কুষ্টিয়ায় করোনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ

কুষ্টিয়ায় দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে হ্যান্ডস্যনিটাইজার, সাবান, হুইলপাউডার ও মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।
গতকাল বুধবার সকালে কুষ্টিয়ার জেলা পরিষদের আয়োজনে জেলা পরিষদের হলরুমে এ সব বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব বিতরণ করেন, কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।
২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপিতহবিলের অর্থ দ্বারা কোভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) জনিত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে হ্যান্ডস্যনিটাইজার, সাবান, হুইলপাউডার ও মাস্ক বিতরণ করা হয়।
কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলামের সভাপতিত্বে

বিশেষ অতিথি ছিলেন, কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের প্রধাননির্বাহী কর্মকর্তা মুন্সী মোঃ মনিরুজ্জামান, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা।
এ সময় দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে করোনা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সমগ্রহী তুলে দেওয়া হয়।

দেশে করোনাভাইরাসে আরও ৮ জনের মৃত্যু

মহামারি করোনাভাইরাসে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন আরও আটজনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে প্রাণঘাতী ভাইরাসটিতে নতুন আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৩৮৫ জন।

রোববার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতির সর্বশেষ এ তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন আটজনকে নিয়ে এ পর্যন্ত করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন মোট ৮ হাজার ৪০৮ জন। এই সময়ে নতুন ৩৮৫ জনকে নিয়ে দেশে এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৫ লাখ ৪৬ হাজার ২১৬ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় বাসা ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ৮১৭ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত মোট ৪ লাখ ৯৬ হাজার ৯২৪ জন করোনা রোগী সুস্থ হয়ে উঠলেন।

দেশে করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়েছিল গত ৮ মার্চ। এর ১০ দিনের মাথায় ১৮ মার্চ প্রথম মৃত্যুর খবর আসে।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীনে করোনাভাইরাসের উপদ্রব শুরু হয়। এটি বর্তমানে বিশ্বের ২১৩ দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। ১১ মার্চ করোনাকে বৈশ্বিক মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

মানবিক করোনাযোদ্ধা কুষ্টিয়ার আসাদুল ইসলাম

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাস সংক্রমণের শুরু থেকে পজিটিভ রোগীদের সেবা দিয়ে করোনার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে লড়াই করে যাওয়া এক যুবকের নাম মো. আসাদুল ইসলাম।

কুষ্টিয়ায় গড়ে ওঠা বেসরকারি স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র ‘সনো হসপিটাল’র সিনিয়র ব্রাদার পোস্ট হিসেবে দীর্ঘ ৭ বছর ধরে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।

আসাদুল ইসলাম করোনাকালীন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় করোনা রোগীদের চিকিৎসা ওষধ পথ্য সেবা দিয়ে এসেছেন। চিকিৎসকের নির্দেশে এসব রোগীদের সেবা সুশ্রুষার জন্য এ পর্যন্ত ৭৫ জন রোগীদের সেবা দিয়েছেন তিনি। তারা সবাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

এ কাজে মৃত্যুর ঝুঁকি আছে, তারপরেও তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মানুষের সেবায়। এখন পর্যন্ত সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

তিনি বলেন, আমি মানুষের সেবায় কাজ করে আসছি দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু এই করোনাকালীন সময়ে করোনা পজিটিভ মানুষকে সেবা করার মতো কঠিনতম কাজও আমি করেছি। আর এই কাজের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলো কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের কার্ডিয়াক বিভাগের চিকিৎসক ডা. নাসিমুল বারী বাপ্পী ও কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের জ্যেষ্ঠ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এসএম মুসা কবির। কোন কিছু পাওয়ার আশায় নয়, একেবারেই মানবিকতার বোধ থেকে আমি তাদের পাশে ছিলাম। সুস্থ করার জন্য দায়িত্ব পালন করেছি। তাদের সেবা করার চেষ্টা করেছি এবং ভবিষ্যতেও সেবা করবো।

সরাসরি করোনা রোগীর সেবার ব্যাপারে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, করোনায় আক্রান্ত হলে মানুষ যে কতটা অসহায় হয়ে পড়ে তার নির্মম উদাহরণ ছিলাম আমি। আমার নিজেরও করোনা হয়েছিলো। তখন আমার প্রতিবেশী আমার সাথে খুব খারাপ আচরণ করেন। সেসময় আমি ছাদে পোষাক নাড়তে গেলে আমাকে নিষেধ করা হতো। আমাকে বন্দী থাকতে বলা হতো।

পরে আমি সুস্থ হয়ে এই করোনা রোগীদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলাম। কুষ্টিয়ার অনেক করোনায় আক্রান্ত অসুস্থ রোগীর বাসায় গিয়ে হোম সার্ভিস দিতাম। রোগীদেরে বাসায় গিয়ে দেখভাল করা, ওষধ খাওয়ানো, অক্সিজেন দেওয়া, অক্সিমিটার দিয়ে অক্সিজের মাপা, তাপমাত্রা মাপা, খাবার দেওয়া, শরীরে ইনজেকশন পুশ করাসহ সার্বিক খোঁজখবর নেওয়া দায়িত্ব ছিলো আমার।

এসব দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দেখতাম সেসব করোনা রোগীরা কত অসহায়। পরিবার পরিজনরা কাছে আসতে চায় না। দূরে দূরে থাকে। খাবার দিতে চায় না। ওয়ান টাইম প্লেটে ও গ্লাসে পানি পান করতে দিতো তাদের। এসব আমাকে কষ্ট দেয়। আমি মানুষ হয়ে যদি মানুষের উপকারে না আসি তাহলে কিসের মানুষ?-যোগ করেন।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে কুষ্টিয়া শহরের ব্যবাসায়ী বাবু অজয় সুরেকা বলেন, করোনার সময়ে মানুষের চিকিৎসা সেবা দিতে ভয় পাচ্ছিলেন অনেক চিকিৎসক। সেখানে আসাদুল সত্যি তার মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। আমি নিজেও আক্রান্ত ছিলাম। খুব ভয় পেয়েছিলাম সেসময়। তিনিই আমার পাশে এসেছিলেন। আমার ওষধ থেকে শুরু করে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী আমাকে সেবা সহযোগিতা করেছে। এতে করে তার কোন বিশেষ চাহিদাও ছিলো না।

নারী বাতায়নের সভাপতি সাফিনা আনজুম জনী বলেন, আমরা করোনাকালীন সময়ে ফাইন্ড এ ফরচুন ও নারী বাতায়ন সংগঠনের মাধ্যমে আমাদের কার্যক্রম করতে গিয়েও করোনা রোগীদের সেবার জন্য এই আসাদুল ইসলামের সবর উপস্থিতি দেখতে পেয়েছি। তিনি নিজেই ছুটে গেছেন জেলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় করোনার রোগীদের বাড়ি বাড়ি সেবা করার জন্য। সত্যি সে মানবিক কাজ করেছেন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের জ্যেষ্ঠ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এসএম মুসা কবির বলেন, সত্যি আসাদুল ইসলাম ব্রাদার হলেও তিনি এ করোনাকালীন সময়ে অনেক রোগীকে সেবা করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় মৃত্যু ৫ লাখের মাইলফলক ছাড়াল

করোনাভাইরাসে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশ যুক্তরাষ্ট্রে এ মহামারিতে মৃত্যু ছাড়াল পাঁচ লাখ।

দেশটিতে সর্বোচ্চ আক্রান্তের পাশাপাশি ঘটেছে সর্বোচ্চ মৃত্যুর ঘটনা। ভাইরাসটির কারণে এ পর্যন্ত দেশটিতে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ লাখ ১২ হাজার ৫৯০ জনের।

ওয়ার্ল্ডওমিটারস ওয়েবসাইটের তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত দুই কোটি ৮৮ লাখ ২৬ হাজার ৩০৭ জনের দেহে ভাইরাসটির উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়েছে, যা বিশ্বে সর্বোচ্চ।

আক্রান্তের হিসেবে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে ভারত। দেশটিতে এখন পর্যন্ত এক কোটি ১০ লাখ ১৫ হাজার ৮৬৩ জনের দেহে ভাইরাসটির উপস্থিতি পাওয়া গেছে। মৃত্যুর দিক দিয়ে দেশটি আছে তৃতীয় অবস্থানে। এক লাখ ৫৬ হাজার ৪৯৮ জনের মৃত্যু হয়েছে দেশটিতে।

আক্রান্তের হিসাবে তৃতীয় অবস্থানে এবং মৃত্যুর সংখ্যায় দ্বিতীয় অবস্থানে আছে ব্রাজিল। দেশটিতে এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে এক কোটি এক লাখ ৯৭ হাজার ৫৩১ জন এবং মারা গেছে দুই লাখ ৪৭ হাজার ২৭৬ জন।

এদিকে বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল আট হাজার ৩৫৬ জন। নতুন করে ৩৬৬ জন শনাক্তসহ দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচ লাখ ৪৩ হাজার ৭১৭ জন।